রাজা যায় রাজা আসে

আবুল হাসান

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

আমার মা
আমার মাতৃভূমির মতোই অসহায়

কা ব্য সূ চি

আবুল হাসান ৯
বনভূমির ছায়া ১০
স্বীকৃতি চাই ১২
পাখি হয়ে যায় প্রাণ ১৩
চামেলি হাতে নিম্নমানের মানুষ ১৫
ঐ লোকটা কে ১৭
শিল্পসহবাস ১৮
সবিতাব্রত ১৯
প্রতিনির্জনের আলাপ ২০
জন্মমৃত্যুজীবনযাপন ২১
ব্লেড ২২
মাতৃভাষা ২৩
বৃষ্টিচিহ্নিত ভালোবাসা ২৫
উচ্চারণগুলো শোকের ২৭
শান্তিকল্যাণ ২৮
নিঃসন্দেহ গন্তব্য ২৯
ঘৃণা ৩১
স্বাতীর সঙ্গে এক সকাল ৩২
ব্যক্তিগত পোশাক পরলে ৩৪
মেঘেরও রয়েছে কাজ ৩৫
একলা বাতাস ৩৬
গাছগুলো ৩৭
৩৯ শীতে ভালোবাসা পদ্ধতি
৪০ স্মৃতিকথা
৪২ প্রত্যাবর্তনের সময়
৪৩ রূপসনাতন
৪৪ অন্তর্গত মানুষ
৪৫ বদলে যাও, কিছুটা বদলাও
৪৬ একমাত্র কুসংস্কার
৪৮ বয়ঃসন্ধি
৪৯ মৌলিক পার্থক্য
৫০ সেই সুখ
৫২ অসভ্য দর্শন
৫৩ একটা কিছু মারাত্মক
৫৫ দূরযাত্রা
৫৭ মিসট্রেস : ফ্রি স্কুল স্ট্রিট
৫৯ শিকড়ে টান পড়তেই
৬১ অগ্নি দহন বুনো দহন
৬২ প্রতীক্ষার শোকগাথা
৬৩ কথা দিয়েছিলি কেন, বলেছিলি কেন
৬৪ ফেরার আগে
৬৫ সাইকেল
৬৬ ক্লান্ত কিশোর তোমাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখায়
৬৭ স্রোতে রাজহাঁস আসছে
মানুষ ৬৯

আবুল হাসান

সে এক পাথর আছে কেবলি লাবণ্য ধরে, উজ্জ্বলতা ধরে আর্দ্র,
মায়াবী করুণ

এটা সেই পাথরের নাম নাকি? এটা তাই?
এটা কি পাথর নাকি কোনো নদী? উপগ্রহ? কোনো রাজা?
পৃথিবীর তিনভাগ জলের সমান কারো কান্না ভেজা চোখ?
মহাকাশে ছড়ানো ছয়টি তারা? তীব্র তীক্ষ্ণ তমোহর
কী অর্থ বহন করে এইসব মিলিত অক্ষর?

আমি বহুদিন একা একা প্রশ্ন করে দেখেছি নিজেকে,
যারা খুব হৃদয়ের কাছাকাছি থাকে, যারা এঘরে-ওঘরে যায়
সময়ের সাহসী সন্তান যারা সভ্যতার সুন্দর প্রহরী
তারা কেউ কেউ বলেছে আমাকে—
এটা তোর জন্মদাতা জনকের জীবনের রুগ্‌ণ রূপান্তর,
একটি নামের মধ্যে নিজেরি বিস্তার ধরে রাখা,
তুই যার অনিচ্ছুক দাস!

হয়তো যুদ্ধের নাম, জ্যোৎস্নায় দুরন্ত চাঁদে ছুঁয়ে যাওয়া,
নীল দীর্ঘশ্বাস কোনো মানুষের!
সত্যিই কি মানুষের?

তবে কি সে মানুষের সাথে সম্পর্কিত ছিল, কোনোদিন
ভালোবেসেছিল সেও যুবতির বামহাতে পাঁচটি আঙুল?
ভালোবেসেছিল ফুল, মোমবাতি, শিরস্ত্রাণ, আলোর ইশকুল?

বনভূমির ছায়া

কথা ছিল তিনদিন বাদেই আমরা পিকনিকে যাব,
বনভূমির ভিতরে আরও গভীর নির্জন বনে আগুন ধরাব,
আমাদের সব শীত ঢেকে দেবে সূর্যাস্তের বড় শাল গজারি পাতায় ।

আমাদের দলের ভিতরে যে দুইজন কবি
তারা ফিরে এসে অরণ্য স্তুতি লিখবে পত্রিকায়
কথা ছিল গল্পলেখক অরণ্য যুবতি নিয়ে গল্প লিখবে নতুন আঙ্গিকে!

আর যিনি সিনেমা বানাবেন, কথা ছিল
তার প্রথম থিমটি হবে আমাদের পিকনিকপ্রসূত ।

তাই সবাই আগে থেকেই ঠিকঠাক, সবাই প্রস্তুত,
যাবার দিনে কারো ঘাড়ে ঝুলল ফ্লাস্কের বোতল
ডেটল ও সাদা তুলো, কারো ঘাড়ে টারপুলিনের টেন্ট, খাদ্যদ্রব্য,
একজনের শখ জাগল পাখির সংগীত তিনি টেপরেকর্ডারে তুলে আনবেন

বনে বনে ঘুরে ঠিক সন্ধেবেলাটিতে
তিনি তুলবেন পাতার মর্মর জোড়া পাখির সংগীত!
তাই টেপরেকর্ডার নিলেন তিনি ।

একজন মহিলাও চললেন আমাদের সঙ্গে
তিনি নিলেন তাঁর সাথে তাঁর টাটকা চিবুক, তার চোখের সুষমা আর
উষ্ণ শরীর!

আমাদের বাস চলতে লাগল ক্রমাগত
হঠাৎ একজায়গায় এসে কী ভেবে যেন
আমি ড্রাইভারকে বললুম : রোক্কো—

শহরের কাছের শহর
নতুন নির্মিত একটি সাঁকোর সামনে দেখলুম তিরতির করছে জল,
আমাদের সবার মুখ সেখানে প্রতিফলিত হলো,
হঠাৎ জলের নিচে পরস্পর আমরা দেখলুম
আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অপরিসীম ঘৃণা ও বিদ্বেষ!

আমরা হঠাৎ কী রকম অসহায় আর একা হয়ে গেলাম!

আমাদের আর পিকনিকে যাওয়া হলো না,
লোকালয়ের কয়েকটি মানুষ আমরা
কেউই আর আমাদের এই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা একাকিত্ব, অসহায়বোধ
আর মৃত্যুবোধ নিয়ে বনভূমির কাছে যেতে সাহস পেলাম না!

স্বীকৃতি চাই

আমি আমার ভালোবাসার স্বীকৃতি চাই
স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে,
মৃত্যুমাখা মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছি একলা মানুষ,
বেঁচে থাকার স্বীকৃতি চাই,
স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে!

ঐ যে কাদের শ্যামলা মেয়ে মৌন হাতের মর্মব্যথায়
দাঁড়িয়ে আছে দোরের গোড়ায়
অই মেয়েটির স্বীকৃতি চাই,
স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে ।

সস্তা স্মৃতির বিষণ্নতার
নাভিমূলের অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি চাই
স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে

আমি আমার আলো হবার স্বীকৃতি চাই
স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে

অন্ধকারের স্বীকৃতি চাই
স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে ।

পাখি হয়ে যায় প্রাণ

অবশেষে জেনেছি মানুষ একা!

জেনেছি মানুষ তার চিবুকের কাছেও ভীষণ অচেনা ও একা!
দৃশ্যের বিপরীত সে পারে না একাত্ম হতে এই পৃথিবীর সাথে কোনোদিন।

ফাতিমা ফুফুর প্রভাতকালীন কোরানের
মর্মায়িত গানের স্মরণে তাই কেন যেন আমি
চলে যাই আজও সেই বর্নির বাওড়ের বৈকালিক ভ্রমণের পথে,
যেখানে নদীর ভরা কান্না শোনা যেত মাঝে মাঝে
জনপদবালাদের স্ফুরিত সিনানের অন্তর্লীন শব্দে মেদুর!

মনে পড়ে সরজু দিদির কপালের লক্ষ্মী চাঁদ তারা
নরম জুঁইয়ের গন্ধ মেলার মতো চোখের মাথুর ভাষা আর
হরিকীর্তনের নদীভূত বোল!
বড় ভাই আসতেন মাঝরাতে মহকুমা শহরের যাত্রাগান শুনে,
সাইকেল বেজে উঠত ফেলে আসা শব্দে যখন,
নিদ্রার নেশায় উবু হয়ে শুনতাম, যেন শব্দে কান পেতে রেখে :
কেউ বলে যাচ্ছে যেন :
বাবলু তোমার নীল চোখের ভিতর এক সামুদ্রিক ঝড় কেন?
পিঠে অই সারসের মতো কী বেঁধে রেখেছ?

আসতেন পাখি শিকারের সূক্ষ্ম চোখ নিয়ে দুলাভাই!
ছোটবোন ঘরে বসে কেন যেন তখন কেমন
পানের পাতার মতো নমনীয় হতো ক্রমে ক্রমে!

আর অন্ধ লোকটাও সন্ধ্যায়, পাখিহীন দৃশ্য চোখে ভরে!
দিঘিতে ভাসত ঘনমেঘ, জল নিতে এসে
মেঘ হয়ে যেত লীলা বউদি সেই গোধূলিবেলায়,
পাতা ঝরবার মতো শব্দ হতো জলে, ভাবতুম

এমন দিনে কি ওরে বলা যায়—?

স্মরণপ্রদেশ থেকে এক একটি নিবাস উঠে গেছে
সরজু দিদিরা ঐ বাংলায়, বড়ভাই নিরুদ্দিষ্ট,
সাইকেলের ঘণ্টাধ্বনি সাথে করে নিয়ে গেছে গাঁয়ের হালট!

একে একে নদীর ধারার মতো তারা বহুদূরে গত!
বদলপ্রয়াসী এই জীবনের জোয়ারে কেবল অন্তঃশীল একটি দ্বীপের মতো

সবার গোচরহীন আছি আজও সুদূরসন্ধানী!

দূরে বসে প্রবাহের অন্তর্গত আমি, তাই নিজেরই অচেনা নিজে
কেবল দিব্যতাদুষ্ট শোণিতের ভারা ভারা স্বপ্ন বোঝাই মাঠে দেখি,
সেখানেও বসে আছে বৃক্ষের মতন একা একজন লোক,
যাকে ঘিরে বিশজন দেবদূত গাইছে কেবলি
শতজীবনের শত কুহেলি ও কুয়াশার গান!

পাখি হয়ে যায় এ প্রাণ ঐ কুহেলি মাঠের প্রান্তরে হে দেবদূত!

চামেলি হাতে নিম্নমানের মানুষ

আসলে আমার বাবা ছিলেন নিম্নমানের মানুষ
নইলে সরকারি লোক, পুলিশ বিভাগে চাকরি করেও
পুলিশি মেজাজ কেন ছিল না ওনার বলুন চলায় ও বলায়?

চেয়ার থেকে ঘরোয়া ধুলো, হারিকেনের চিমনিগুলো মুছে ফেরার
মতন তিনি
আস্তে কেন চাকরবাকর এই আমাদের প্রভু নফর সম্পর্কটা সরিয়ে
দিতেন?
থানার যত পেশাদারি, পুলিশ সেপাই অধীনস্ত কনেস্টবল
সবার তিনি একবয়সী এমনভাবে তাস দাবাতেন সারা বিকেল ।

মায়ের সঙ্গে ব্যবহারটা ছিল যেমন ব্যর্থ প্রেমিক
কৃপা ভিক্ষা নিতে এসেছে নারীর কাছে!

আসলে আমার বাবা ছিলেন নিম্নমানের মানুষ
নইলে দেশে যখন তাঁর ভাইয়েরা জমিজমার হিসেব কষছে লাভ অ-লাভের
ব্যক্তিগত স্বার্থ সবার আদায় করে নিচ্ছে সবাই
বাবা তখন উপার্জিত সবুজ ছিপের সুতো পেঁচিয়ে মাকে বলছেন, অ্যাই দেখ তো
জলের রঙের সাথে এবার এই সুতোটা খাপ খাবে না?

কোথায় কাদের ঐতিহাসিক পুকুর বাড়ি, পুরনো সিঁড়ি
অনেক মাইল হেঁটে যেতেন মাছ ধরতে!

আমি যখন মায়ের মুখে লজ্জাব্রীড়া, ঘুমের ক্রীড়া
ইত্যাদিতে মিশেছিলুম, বাবা তখন কাব্যি করতে কম করেননি মাকে নিয়ে
শুনেছি শাদা চামেলি নাকি চাঁপা এনে পরিয়ে দিতেন রাত্রিবেলা মায়ের খোঁপায়!

মা বলতেন বাবাকে, তুমি এই সমস্ত লোক দেখো না?
ঘুস খাচ্ছে, জমি কিনছে, শনৈ শনৈ উপরে উঠছে,

কত রকম ফন্দি আঁটছে কত রকম সুখে থাকছে,
তুমি এসব লোক দেখো না?

বাবা তখন হাতের বোনা চাদর গায়ে বেরিয়ে কোথায়
কবিগানের আসরে যেতেন মাঝরাত্তিরে
লোকের ভিড়ে সামান্য লোক, শিশিরগুলো চোখে মাখাতেন!

এখন তিনি পরাজিত, কেউ দেখে না একলা মানুষ
চিলেকোঠার মতন তিনি আকাশ দেখেন, বাতাস দেখেন
জীর্ণশীর্ণ ব্যর্থ চিবুক বিষণ্ন লাল রক্তে ভাবুক রোদন আসে,
হঠাৎ বাবা কীসের ত্রাসে দুচোখ ভাসান তিনিই জানেন!

একটি ছেলে ঘুরে বেড়ায় কবির মতো কুখ্যাত সব পাড়ায় পাড়ায়
আর ছেলেরা সবাই যে যার স্বার্থ নিয়ে সরে দাঁড়ায়
বাবা একলা শিরদাঁড়ায় দাঁড়িয়ে থাকেন, কী যে ভাবেন,
প্রায়ই তিনি রাত্রি জাগেন, বসে থাকেন চেয়ার নিয়ে

চামেলি হাতে ব্যর্থ মানুষ, নিম্নমানের মানুষ!

ঐ লোকটা কে

ফটোগ্রাফের বদৌলতে আজ পুরনো একটি
দৈনিক পত্রিকায় তোমাকে দেখলাম,

বুড়ো সুড়ো গাছের নিচে
বসে বসে ভিটাকোলা খাচ্ছ,

দু-একটি বিদেশি পত্রিকা
পড়ে আছে তোমার টেবিলে
পড়ে আছে সিগ্রেটের বাক্স,
একটি নীল বলপয়েন্টের কলম

কিন্তু ঐ লোকটা কে?

বদমাশ নাকের উপর চশমা
হো হো হাসছে,
প্রেমিকের মতো ব্যবহার করছে?
ফটোগ্রাফের বদৌলতে
বহুদিন পর তোমাকে দেখলাম অ্যালবামে,

কিন্তু ঐ লোকটা কে?

হো হো হাসছে
বদমাশ নাকের উপর চশমা?
প্রেমিকের মতো ব্যবহার করছে

স্টুপিড ঐ লোকটা কে? ঐ লোকটা কে?

শিল্পসহবাস

এই কবিতা তোমার মতো সহজ থাকুক সুশিক্ষিতা,
এর গায়ে থাক রাত্রি জাগার একটু না হয় ক্লান্তি হলুদ,
জিব দিয়ে জিব ছোঁয়া চুমোর গন্ধ থাকুক এই কবিতায় ।

সাদাসিধে যেন-বা কোনো গিন্নি মেয়ে
রকমসকম তালবাহানার ধার ধারে না এই কবিতা!
কেবল ঘরের রঙিন ধূলি মাখায় কালি সারাটা গায়ে
উল্টোপাল্টা শব্দ ও–রং যার কোনোই মানে হয় না,
তবুও তাকে ভালো লাগে, তবুও তাকে মিষ্টি দেখায়!

এই কবিতা তোমার মতো সমালোচকের ভুলশোষকের
শাসনত্রাসন ভেঙে ফেলে, মুখের উপর থুথুড়ি দেয়;

ইচ্ছে হলেই শিল্প দেখায় রক্ত মাখায় এই কবিতা!

সবিতাব্রত

হৃদয় একটাই, কিন্তু সবদিকে ওর গতায়াত,
বড় গতিপ্রিয় হয় এই বস্তু, বড় স্পর্শকাতর!

ওকে আর আগুনে নিও না, জ্বলে যাবে, দুঃসময় দেখিও না
ভিক্ষুকের মতো দ্বারে ভিখ মেগে খাবে ।
ও বড় পক্ষপাতী, জীবনের দিকে ওর পক্ষপাত চিরদিন
মানুষের মনীষার, মঞ্জুষার, মুগ্ধতার মহিমার
মৌনতাবাহক, ও তো সকলেরই সহ-অবস্থান দিতে
সমূহ ইচ্ছুক, ও তো চায় শান্তি শুধু শান্তি, শান্তি ।
সমাজের শিরা উপশিরাময় ও তো ঘুরে ঘুরে খুঁজেছে তোমাকে!

ওকে আর আগুনে নিও না জ্বলে যাবে, দুঃসময় দেখিও না
দেখাও মানুষ, ওকে নিয়ে যাও মানুষের কাছে
ওকে নিয়ে যাও সুসময়ে সবিতাকে আলোয় ফেরাও!